The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

SavitrbaiPhule's special contribution in the development of backward people and women education in the society at that time

Astomi Mahato

Former Student . Dept. of Education . The West Bengal University of Teacher's Training Education Planning and administration . West Bengal, India. Email Id– astomimahato089@gmail.com DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400072

Abstract:

In the 19th century context, SavitribaiPhule was an Indian teacher, social reformer and a renowned poet, who is particularly important as the first woman teacher in modern India. SavitribaiPhule was born on 3rd January 1831 in a small village called Naogaon in Maharashtra. She got married to JyotibaPhule when she was just 9 years old. After marriage, SavitribaiPhule trained as a teacher from Maharashtra. She then established the first school for girls in Bhide Wada village in Pune in 1848 with the help of her husband, which started a historic revolution in women's education. SavitribaiPhule strongly protested against the caste system, untouchability etc. She also promoted and propagated against sati pratha and widow pratha, especially for improving the education of women from marginalized sections of the society of that time. Not only this, she supported widow remarriage and founded "MahilaSeva Mandal" to campaign strongly against child marriage. She also developed caste-based movements to campaign for universal equality. It can be concluded that the oath can be taken to encourage the then marginalized people especially women to rise above religion and come forward.

Keywords (মূলশব্দ):*নারী শিক্ষার উন্নয়ন, প্রান্তিক গোষ্ঠী, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষাগত সংস্কার।*

ভূমিকা:

১৮৩১ সালের ৩রা জানুয়ারি সাবিত্রীবাই ফুলে ভারতের নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৮৪৮ সালে তিনি বহু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে সাহসের সঙ্গে পুণেতে মেয়েদের জন্য প্রথম স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত রীতিনীতিকে উপেক্ষা করে তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নারী শিক্ষার উন্নয়নের পথকে প্রশস্ত করে দেয়। সাবিত্রীবাই ফুলে তাঁর স্বামী জ্যোতিবা ফুলের সহযোগিতায়

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

বর্ণভিত্তিক এবং জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। এরপর তিনি 'সত্যশোধক সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজে নিপীড়িত এবং শোষিত বর্ণপ্রথার বিনাশ ঘটানো। তাছাড়া তিনি সাম্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবীর জন্য প্রচার ও প্রসার ঘটান। বিধবাদের পুনর্বিবাহের সমর্থনের ফলে তাঁকে নানা বিধ বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ফুলে দম্পতি তাদের শিক্ষা ও সচেতনতার মাধ্যমে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রান্তিক শ্রেণির উন্নয়নের জন্য তীব্র লড়াই করেছিলেন। সমাজের এই অন্যায়-অবিচারকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য শপথ গ্রহণ করেছিলেন। সাবিত্রীবাই ফুলে শিক্ষার প্রতি যে সক্রিয় মনোভাবের পাশাপাশিবিখ্যাত কবি এবং লেখিকা ছিলেন, তাঁর কবিতাগুলি মূলত শিক্ষা এবং বর্ণবৈষম্যের মতো নিষ্ঠুর প্রথাকে দূর করার জন্য ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা বহন করেছিল। প্রান্তিক শ্রেণি এবং নারীদের জন্য মারাঠি সাহিত্যে এক শক্তিশালী কণ্ঠস্বরের প্রয়োগ করে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

1. সাবিত্রীবাই ফুলের তৎকালীন সমাজে প্রান্তিক গোষ্ঠী তথা নারী শিক্ষার উন্নয়ন সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারণা অর্জন করা।
2. উচ্চবর্ণ এবং নিম্নবর্ণের নারীর ক্ষমতায়নে সাবিত্রীবাই ফুলের অগ্রণী ভূমিকাকে জানা।
3. সাবিত্রীবাই ফুলের সমাজ-সংস্কারক ভাবধারার মূল্যবান কৃতিত্বকে জানা।

গবেষণা পদ্ধতি:

এই গবেষণাটি মূলত একটি বর্ণনামূলক পদ্ধতি, যা প্রাথমিক উৎস এবং গৌণ উৎস উভয় উৎস থেকেই এর সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সম্ভবপর হয়। প্রাথমিক উৎসগুলির মধ্যে রয়েছে সরকারি দস্তাবেজ, ফিল্ড ভিজিট (ক্ষেত্র সমীক্ষা), ইন্টারভিউ, প্রশ্নাবলী এবং সার্ভে যা গবেষণা বিশ্লেষণের জন্য মৌলিক তথ্য প্রদান করে থাকে। এরপর গৌণ উৎসগুলি হল— সংবাদপত্র, রিসার্চ আর্টিকেল, জার্নাল, ম্যাগাজিন, বই এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও রিভিউ পেপার ইত্যাদি উপকরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। মূলত গবেষণা পত্রটির একটি বিস্তারিত ধারণা তৈরি করার জন্য এই সমস্ত উৎস সগুলি সাহায্য করে থাকে।

ফলাফল এবং ব্যাখ্যা:

সাবিত্রীবাই ফুলের তৎকালীন সমাজে প্রান্তিক গোষ্ঠী তথা নারী শিক্ষার উন্নয়ন সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারণা অর্জন করা। সাবিত্রীবাই ফুলে ভারতবর্ষের নারী আন্দোলনের অন্যতম জননী, প্রথম মহিলা শিক্ষক এবং সমাজ-সংস্কারক। সাবিত্রীবাই ফুলে বিশেষ করে নারীদের জন্য উন্নয়নমূলক কর্মের জন্য পরিচয় লাভ করেছিলেন। ঊনবিংশ শতকে সমাজের প্রচলিত নিপীড়নমূলক, অন্যায়-অত্যাচারের চরম অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। সাবিত্রীবাই ফুলের মানবিক গুণ এবং সত্য ও সাম্যের প্রতীক তথা বিজ্ঞান মনোভাবের আধারে আবর্তিত হয়েছিলেন। সাবিত্রীবাই ফুলে শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতায়নের ধারণা। ১৮৪৮ সালের ১লা জুন পুণের ভিদেওয়াড়াতে ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা শিক্ষিকা তথা প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে তিনি মেয়েশিশু এবং মহিলাদের শিক্ষাদান করার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তাঁর অসাধারণ কল্যাণকর কর্মের মাধ্যমে তিনি নারীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদাবোধ এবং আত্মনির্ভরতার বোধকে জাগরণের মধ্য দিয়ে তথাকথিত ব্রাহ্মণ সমাজ এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা যাতে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে সচেষ্ট হয় তারই প্রয়াস করেছিলেন। সাবিত্রীবাই ফুলে এবং তাঁর স্বামী জ্যোতিবা ফুলে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে সমাজেরপ্রান্তিক শ্রেণির মানুষ বিশেষ করে মেয়েরা শিক্ষার আলোতে আলোকিত হোক। এই স্বপ্ন নিয়েই ফুলে দম্পতি তাদের স্কুলগুলিকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ ইত্যাদির ভেদাভেদ দূর করে একটি সমন্বয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটিয়েছিলেন। সাবিত্রীবাই ফুলের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল সামাজিক সংহতি এবং সমতার বিস্তার ঘটানো। এছাড়াও সমাজের নানারকম বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য তিনি ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন বলে, বহু অপপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হয়েও তিনি তাঁর কর্মে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ন্যায়পরায়ণ এবং যুক্তিসঙ্গত বিচারের দাবীর আহ্বান করেন।

বর্তমান প্রবন্ধে তৎকালীন সমাজে প্রান্তিক গোষ্ঠী তথা বিশেষ করে নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য এক মানবতাবাদী হিসেবে সাবিত্রীবাঈ ফুলের মূল বিষয়গুলি তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। এর পাশাপাশি ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রান্তিক গোষ্ঠী তথা নারী শিক্ষার উন্নয়নের দিকগুলিকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা হবে।

সাবিত্রীবাই ফুলে তৎকালীন সমাজে নির্যাতিত নারীদের শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নারীরা যাতে নিজেদের মুক্ত করতে পারে এবং তাদের উৎসাহিত করার জন্য 'কাব্য ফুলে' (১৮৫৪) এই কবিতাটি লিখেছিলেন:

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

"Go, Get Education
Be self-reliant, be industrious
Work-gather wisdom and
riches,
All gets lost without knowledge
We become animal without wisdom,
Sit idle no more, go get education
End misery of the oppressed
and forsaken,
You've got a golden chance
to learn
So learn and break the chains
of caste."

উচ্চবর্ণ এবং নিম্নবর্ণের নারীর ক্ষমতায়নে সাবিত্রীবাই ফুলের অগ্রণী ভূমিকাকে জানা:

সাবিত্রীবাই ফুলে ভারতবর্ষের নারী আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরস্মরণীয়। তিনি নারীর অধিকার, মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করার জন্য উচ্চবর্ণ এবং নিম্নবর্ণের মেয়েদের জন্য কোনো ভেদাভেদ করেননি। তিনি যেমন দলিত সম্প্রদায়ের নারীদের জন্য লড়াই করেছেন, ঠিক তেমনই উচ্চবর্ণের নারীদের ওপর অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং লড়াই করতে পিছপা হননি। তিনি মুসলমান নারীদের জন্য যেমন সক্রিয় ছিলেন, তেমনই ব্রাহ্মণ সমাজের নারীদের মর্যাদা রক্ষার জন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৮৪৮ সালে মেয়েশিশুদের জন্য প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু তাঁর এই সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকে তথাকথিত উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মানুষজন একজন অচ্ছ্যুত মেয়ের স্পর্ধাকে মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু সাবিত্রীবাই ফুলে শত বাধার মুখোমুখী হয়েও ভিত-সন্ত্রস্ত না হয়ে দৃঢ় সংকল্পে অবদ্ধ ছিলেন।

এছাড়াওসমাজের উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদের লাঞ্ছিত ও শোষণ করেছে তা সাবিত্রীবাই ফুলের ঠিক এই কবিতাটির মধ্যে স্পষ্ট—

The Plight of the Shudras

Haunted by 'The Gods on Earth',
for two thousand years,
the perpetual service of the Brahmins,
Became the plight of the Shudras.
Looking at their condition,
the heart screams its protest,
the mind blanks out,
Struggling to find a way out.

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

Education is the path,
For the Shudras to walk,
for education grants humanity,
freeing one from an animal-like existence.

১৮৪৭ সালে আহমেদনগরের মিস ফারারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পুণের নর্মাল স্কুল থেকে টিচার্স ট্রেনিং ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। ১৮৪৮ সালে সাবিত্রীবাই ফুলে এবং জ্যোতিবা ফুলে মেয়েদের জন্য প্রথম স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে ফুলে দম্পতিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল। এরপর তাঁরা এক মুসলমান দম্পতির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, আর সেখান থেকেই শুরু হয় সামাজিক ন্যায় ও সাম্য অর্জনের লড়াই। সাবিত্রীবাই ফুলে মনে করতেন যে সামাজিকভাবে অর্থা জাতপাতের মতো নিষ্ঠুর প্রথাকে দূর করার জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রয়োজন। সাবিত্রীবাই ফুলের শিক্ষায় মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মন্যবাদ, পিতৃতন্ত্র, সংস্কৃত শাস্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই সংগ্রামই প্রান্তিক গোষ্ঠী এবং নারীদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার মূলমন্ত্র। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে প্রান্তিক শ্রেণির মেয়েদের জন্য শিক্ষা বিস্তারের দাবি জানিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য ব্রিটিশরা তাঁর এই উদ্যোগকে প্রশংসা করেছিল এবং সাবিত্রীবাই ফুলের এই অনুরোধকে মান্যতা দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ১৮৫২ সালে অচ্ছু ‘মাং’ জাতির জন্য ৩টি স্কুল তৈরি করেছিলেন। এরপর ফুলে দম্পতি ১৮টির বেশি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ৫২টি হোস্টেল খুলেছিলেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের পাঠক্রমছিল— প্রচলিত ধর্মীয় শাস্ত্রের পরিবর্তে ইংরেজি, বিজ্ঞান, গণিত এবং সামাজিক বিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলিতে বেশি করে মনোনিবেশ করেছিলেন। এছাড়াও অনেক স্কুলে গ্রন্থাগার এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তিমূলক ব্যবস্থা ছিল। সাবিত্রীবাই ফুলে শিক্ষিকাদের সঙ্গে অভিভাবকদের সুসম্পর্কের জন্য Parent-Teacher meeting-এর ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি স্কুলের শিক্ষিকা হিসেবে ফতিমা শেখ নামে এক মুসলিম মহিলাকে সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আর এই ফতিমা শেখ ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম মুসলিম মহিলা শিক্ষিকা। সাবিত্রীবাই ফুলে প্রায় রক্ষণশীল মনোভাবের অধিকারী হিন্দু ব্রাহ্মণদের অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হতেন। এবং তারা মনে করতেন যে শিক্ষা কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত। তাই সাবিত্রীবাই ফুলেকে পিছিয়ে পড়া জাতি এবং লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল— এই প্রসঙ্গে শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের ওপর তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থায় অত্যাচার ও দুর্দশার কথা প্রতিফলিত হয়েছে।

সাবিত্রীবাই ফুলের সমাজ-সংস্কারক ভাবধারার মূল্যবান কৃতিত্বকে জানা:

সাবিত্রীবাই ফুলে একদিকে যেমন শিক্ষার প্রতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে তিনি একজন সমাজ-সংস্কারক বা সমাজকর্মী হিসেবে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য নিজেকে আবদ্ধ করেননি, বরং নারীর ক্ষমতায়ন এবং সমাজের অন্যান্য সমস্যাগুলির প্রতি যথেষ্ট উদ্যোগী ছিলেন। সমাজের প্রচলিত সতীদাহ প্রথা, বিধবা প্রথা, জাতিভেদ প্রথা, বর্ণ প্রথা এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন। সমাজে প্রান্তিক মানুষের পাশাপাশি নারীরা যাতে তাদের শিক্ষার অধিকার এবং অন্যান্য সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, সেই জন্য তাদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন।

১৮৪৮ সালে মহারাষ্ট্রের পুণের ভিদেওয়াড়ায় মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তৎকালীন গোঁড়া সম্প্রদায়ের কিছু মানুষের কাছ থেকে প্রচণ্ড পরিমাণে হেনস্থার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও, অর্থাৎ কাদা ও পাথর ছুঁড়ে মারার মতো এক বর্বর ও পাশবিক অত্যাচারের শিকার হয়েও তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। যা তাঁর এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে স্ফুটিত হয়েছে।

Oh Mother Savitribai!

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

The lamp of Education that you lighted
So many years earlier
is enlightening millions of your daughters today

For the respect of today's women
you sacrificed all your life
facing abuse
even dirt thrown on you
even risking your life
but you never let your ambitions turn impure
by the filth of this chauvinistic society
today every women of India
is indebted by your sacrifice
the modern Indian women
salutes you and continues
taking your inspiration.

সাবিত্রীবাই ফুলে তাঁর স্বামী জ্যোতি বা ফুলের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন, এবং তাঁর বন্ধু সখারাম যশবন্ত পরাঞ্জপে ও কেশব শিবরাম ভাওয়ালকরের সাহায্যে তিনি শিক্ষা অর্জন করেন। ভারতের প্রথম মহিলা শিক্ষিকা সাবিত্রীবাই ফুলে মেয়েদের জন্য প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ করে দেন। সাবিত্রীবাই ফুলে নারীর অধিকারের জন্য বিধবা পুনর্বিবাহকে সমর্থন করেছিলেন। এছাড়াও সমাজ-সংস্কারক হিসেবে তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন, যেমন— যৌন অত্যাচারে অত্যাচারিত গর্ভবতী ব্রাহ্মণ মহিলা তথা সমগ্র স্তরের মহিলাদের জন্য একটি আশ্রম তৈরি করেছিলেন। সেই আশ্রমের নাম ছিল "বালহত্যা প্রতিবন্ধক গৃহ" (১৮৬৩) সালে।৩৫ জন বিধবা মহিলা সেই আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিল। এরপর আশ্চর্যজনকভাবে সেই আশ্রমেরই এক অনাথ ব্রাহ্মন সন্তানকে সাবিত্রীবাই ফুলে দত্তক নিয়েছিলেন। সেই দত্তক পুত্রটির নাম রাখেন যশবন্ত।

ফুলে দম্পতি ১৮৭৩ সালে "সত্যশোধক সমাজ" প্রতিষ্ঠা করেন। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল— অনেক কম খরচে অর্থাৎ পণপ্রথা বর্জিত, অগ্নিসাক্ষী, আচার-অনুষ্ঠান, পুরোহিত বর্জিত একটি বিবাহের আয়োজন করা। শেষে তিনি তাঁর দত্তক পুত্র যশবন্তকে ১৮৮৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁর আশ্রমের কর্মী দ্যাণোবা সাসানের কন্যা (লক্ষ্মী)-র সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। আর এই বিবাহ ছিল আধুনিক ভারতের প্রথম অসবর্ণ বিবাহ।

দলিত বা প্রান্তিক শ্রেণির মানুষেরা যাতে জলপান করতে পারে তার জন্য তিনি তাঁর বাড়ির উঠোনে একটি বড়ো কুয়ো তৈরি করেছিলেন এবং তাঁর মানবিক গুণের পরিচয় দিয়েছিলেন। জীবন-যন্ত্রনার এই চরম সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই তিনি সাহিত্য রচনা করেছিলেন। সাবিত্রীবাই ফুলের এই দুর্গম প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে ঊনিশ শতকের নারী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে নারীর আত্মমর্যাদাবোধ, সম্মান ও অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর যে কৃতিত্ব, তা ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

উপসংহার:

সাবিত্রীবাই ফুলে এবং তাঁর স্বামী জ্যোতিবা ফুলে নারীর অধিকার এবং শিক্ষার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ভারতের নারী-আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত হিসেবে চিহ্নিত। সাবিত্রীবাই ফুলের কর্মজীবন প্রান্তিক সম্প্রদায়ের বিশেষ করে নারীদের অগ্রগতিতে তাঁর অদম্য প্রচেষ্টার

দ্বারা নির্মিত। এই প্রচেষ্টার ফলে ফুলে দম্পতি সামাজিক কু-সংস্কার দূর করার জন্য কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তৎকালীন সমাজে মেয়েরা গৃহস্থালির কাজ ছাড়া পড়াশোনার কথা ভাবতেই পারত না, ঠিক সেই সময় সাবিত্রীবাই ফুলে নারীদের শিক্ষার লাভের জন্য স্কুলে পাঠানোর অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন। তিনি শুধুমাত্র নারী শিক্ষা নয়, সমাজের প্রান্তিক গোষ্ঠী তথা নারীদের ক্ষমতায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। শিক্ষার মাধ্যমে তিনি এক মুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। লিঙ্গ সমতা, নারীর মর্যাদাবোধ এবং সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কে স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ দিয়ে তিনি আগামী প্রজন্মের সামাজিক অগ্রগতির এক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, যা নিশ্চিত করে যে প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষ তথা বিশেষ করে নারীরাই বাস্তব সমাজের মূলস্রোতে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত গড়ে তুলবে।

Reference:

1. Pandey, P., and Murmu, K. (2024). Educational legacy of SavitribaiPhule in modern day India.
2. Mondal, A., and Farabi, R. A. I. (2023). SavitribaiPhule's contribution to education with special reference to Dalit education.
3. Das, A., and Das, A. C. (2021). Educational contribution of SavitribaiPhule in 21st century India. International Journal of Trend in Scientific Research and Development, 5(4), 1281–1285.
4. Pandey, R. (2019). Locating SavitribaiPhule's feminism in the trajectory of global feminist thought. Indian Historical Review, 46(1), 86–105.
5. Patel, A. (2017). Contribution of SavitribaiJyotiraoPhule in education field. AEGAEUM Journal, 9(2), 39–46.
6. Somkuwar, P. (2014). Dalit women poets and new themes in poetry. International Journal of English and Literature (IJEL), 4, 41–48.
7. https://www.researchgate.net
8. https://www.newsclick.in
9. https://icertpublication.com
10. https://en.wikipedia.org